**Present:**

**Mr. Justice Md. Khasruzzaman**

**Criminal Appeal No. 9078 of 2024**

Redwan Ahmed, Ex Minister of State, Ministry of Liberation War Affairs and Ex- Chairman, Central Command Council, Bangaldesh Muktijoddha Sangsad.

....Convict appellant.

-Versus-

The State and another.

...Respondents

Mr. S M Shahjahan, Senior Advocate

… for the convict-appellant.

Mr. M. Masud Rana, D.A.G. with
Mr. Ashraful Alam, A.A.G. and
Mrs. Mahfuza Akhter, A.A.G.
Mr. Frauk Ahamed, A.A.G

.....For the State.

**Judgment on: 28.10.2025**

This appeal has been arisen out of judgment and order of conviction and sentence dated 14.08.2023 passed by the learned Special Judge, Special Judge Court No. 2, Dhaka in Special Case No. 14 of 2007 (previous number Metro Special Case No. 133 of 2007), arising out of Ramna Police Station Case No. 40 dated 15.02.2007, convicting the appellant under section 409 of the Penal Code and

sentencing him to suffer rigorous imprisonment for 3 (three) years with a fine of Tk. 50,00,000.00 (fifty lac).

The prosecution case, in short, is that on 15.02.2007 one Md. Nurul Islam (Bir Muktijoddha) as an informant lodged a first information report (hereinafter referred to as 'the FIR') with Ramna Police Station, Metropolitan Area, Dhaka against the appellant and two others under sections 409 and 109 of the Penal Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption Act alleging *inter alia* that 4% (four percent) of the amount received against lease money of all Hat-Bazars of the country under the Ministry of the Local Government, Rural Development and Co operative are deposited with the account of Bangladesh Muktijoddha Sangsad to be spent for the welfare of the distressed and unemployed freedom fighters through Bangladesh Muktijoddha Sangsad Central Command Council, Dhaka. The amount so collected stood at approximately Tk. 5.00 (five) Crore and the same is deposited with Sonali Bank, Moghbazar Branch, Dhaka. It is alleged that in 2002 while the then Chairman Mr. Redwan Ahmed and the then Finance Secretary (at present Secretary General) Shah

Alam Chowdhury of Muktijoddha Council were the custodian of the Muktijoddha Council then at the instance of the then Vice Chairman (at present Chairman) Md. Kabir Ahmed without taking any approval of the organization by abuse of their powers withdrew Tk. 50,00,000.00 (fifty lac) from the account of Bangladesh Muktijoddha Sangsad and misappropriated the same without spending for the welfare of the distressed and unemployed freedom fighters. The cheques by which the money withdrawn are cheque No. 1474213 dated 11.06.2002 for an amount of Tk. 20,00,000.00 (twenty lac), cheque No. 1474214 dated 11.06.2002 for an amount of Tk. 20,00,000.00 (twenty lac) and cheque No. 1474215 dated 11.06.2002 for an amount of Tk. 10,00,000.00 (ten lac) thus total amount at Tk. 50,00,000.00 (fifty lac). It is stated in the FIR that the appellant after resignation from the office of the Chairman of the Muktijoddha Sangsad deposited Tk. 20,00,000.00 (twenty lac) (which he borrowed) to the accused Kabir Ahmed Khan and Shah Alam Chowdhury in presence of present Vice Chairman Sofiqul Islam Robi, Member Sattar Shaheb and the informant Nurul Islam. But the accused

Kabir Ahmed Khan and Shah Alam Chowdhury did not deposit the said amount of Tk. 50,00,000.00 (fifty lac) including Tk. 20,00,000.00 (twenty lac) of the appellant. It is also stated that the audit authority recommended for taking legal action against those two accused but the Sangsad authority did not take any legal action against them. Thus, the informant lodged the FIR stating the aforesaid facts.

Initially, the case was investigated by police and thereafter, Anti Corruption Commission, and Anti Corruption Commission submitted Charge Sheet No. 526 dated 08.10.2017 against the appellant including one Md. Shah Alam Chowdhury under section 409 of the Panel Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947, but the investigating officer did not send up the accused Md. Kabir Ahmed Khan in the charge sheet.

In due course, on 16.10.2007 the case was transmitted to the learned Metropolitan Senior Special Judge, Dhaka for holding trial and on 17.102007 the case was registered as Metropolitan Special Case No. 133 of 2007. Thereafter, on 30.10.2007 the case was transferred to

the Special Judge, Special Judge Court No. 2, Dhaka and on 01.11.2007 the same was renumbered as Special Case No. 14 of 2007. Thereafter, on 19.08.2018 charge was framed against the appellant under sections 409 and 109 of the Panel Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.

In order to prove the charge levelled against them, the prosecution examined 10 (ten) witnesses, on the other hand, the defence examined only 2 (two) witnesses in support of the defence case.

The examinations-in-chief and cross examinations of 10 (ten) P.Ws and 2 (two) D.Ws are quoted below:

P.W.1, Md. Nurul Islam (Bir Muktijoddha) (informant), in his examination-in-chief stated that গত ১৫/২/০৭ তারিখে আমি রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবরে এই মর্মে এজাহার দায়ের করি যে, স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের অধীনে দেশের সকল হাটবাজার থেকে যে টাকা পেয়ে থাকেন তার ৪% ভাগ দুস্থ ও বেকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল প্রদান করে থাকেন তখন এ খাতে প্রায় ৫ কোটি টাকা পাওয়া যেত। উক্ত টাকা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের

সোনালী ব্যাংক মগবাজার শাখায় জমা হত। ২০০২ সনে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী রেদোয়ান আহমেদ। ঐ সময় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অর্থ সচিব ছিলেন শাহ আলম চৌঃ ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন কবির আহমেদ। এই ৩ জন আমার জানামতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অর্থের জিম্মাদার ছিলেন। রেদোয়ান আহমেদ ও শাহ আলম চৌং চেক নং-১৪৭৪২১৩ তাং-১১/৬/০২ টাকার পরিমান ২০ লক্ষ টাকা, চেক নং ১৪৭৪২১৪ তাং ১১/৬/০২ টাকার ২০ লক্ষ টাকা, চেক নং-১৪৭৪২১৫ তাং ১১/৬/০২ টাকার পরিমান ১০ লক্ষ টাকা সোনালী ব্যাংক মগবাজার শাখা হতে উত্তোলন করেন। উক্ত অর্থ তারা দুঃস্থ ও বেকার মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যানে ব্যয় না করে আত্মসাৎ করেন। রেদোয়ান আহম্মদ উত্তোলিত ৫০ লক্ষ টাকা হতে ২০ লক্ষ টাকা শফিকুল ইসলাম, কবির আহমেদ খান, সাত্তার সাহেব ও শাহ আলম সাহেবকে ফেরত দেন আমার উপস্থিতিতে। তারা রাত পৌনে ১০ টার সময় ঐ টাকা নিয়ে চলে যান। আসামীগন সম্মিলিত ভাবে উক্ত ৫০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন। সাংগঠনিকভাবে resolution পাশ করে উক্ত অর্থ ব্যয় করার কথা থাকলেও তাহা না করে আত্মসাৎ করা হয়। আমি ১৫/২/০৭ তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে রমনা থানার

এজাহার দায়ের করি। এই সেই এজাহার যাহা প্রদঃ-১। ইহা এজাহারে আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদ-১/১।

While he was cross-examined by the accused Shah Alam Chowdhury, he stated that ইহা সত্য নয় যে, কথিত ঘটনার ৪ বৎসর ৭ মাস ২৬ দিন পর আমি এজাহার দায়ের করি। সত্য নয় যে, এ দীর্ঘ সময়ে এই আসামীকে কিভাবে মামলায় জড়িত করা যায় সে বিষয়ে শলা পরামর্শ করা হয়েছে। আমার দাখিলী এজাহারে টাইপকারকের নাম-ঠিকানা উল্লেখ নাই। সত্য নয় যে, এজাহারের মুসাবিদা কে করেছেন আমি জানিনা। পরে বলে আমি নিজে এজাহার মুসাবিদা করেছি।

পুনঃ জেরা:-

আমি নিজে এজাহার মুসাবিদা করি। মুসাবিদার কপি সাথে নাই। সত্য নয় যে, শাহ আলম চৌঃ এর শত্রুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমি এজাহার মুসাবিদা করি। এজাহারে আমার দস্তখতের বাম পাশে ২৩/০১/২০০৭ লিখা আছে। সত্য নয় যে, ২৩/০১/২০০৭ তারিখে আমি এজাহার করেছি। সত্য নয় যে, আমি একজন ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা। ঘটনার সময় আমি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের কর্মচারী কর্মকর্তা বা সদস্য ছিলাম না। ঐ সময় সাত্তার সাহেব কাউন্সিলের সদস্য

ছিলেন। সাত্তার সাহেবের বাড়ী কুমিল্লা জেলা চান্দিনা কিনা জানি না। কোথায় টাকা লেনদেন হয় আমার ঠিক মনে পড়ছেনা। কত নং রুম বা কার রুমে টাকা লেনদেন হয় বলতে পারব না। টাকা লেনদেনের সময় সাত্তার ও শফিকুল ইসলাম রবি উপস্থিত ছিল। সত্য নয় যে, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অডিট রিপোর্ট আমি দেখি নাই। সত্য নয় যে, ক্ষমতার অপব্যবহারের উক্তি উদ্দেশ্য প্রনোদিত। সত্য নয় যে, সাংগঠনিক অনুমোদন ছাড়া মর্মে উক্তি উদ্দেশ্যপ্রনোদিত। সত্য নয় যে, শাহ আলম চৌঃ কর্তৃক বিশ্বাসভঙ্গের বিষয় আমার জানা আছে। এজাহার দায়েরের পূর্বে অন্য কোথায়ও আমি লিখিত অভিযোগ করেছি কিনা মনে নাই। সত্য নয় যে, শাহ আলম চৌঃ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অর্থের জিম্মাদার ছিলেন না। সত্য নয় যে, শাহ আলম চৌঃ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের ৫০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন নাই। সত্য নয় যে, শাহ আলম চৌঃ ১১/৬/০২ ইং তারিখ ১৪৭৪২১৩ নং চেক মূলে ২০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন নাই। সত্য নয় যে, একই তারিখে ১৪৭৪২১৪ নং চেক মূলে শাহ আলম চৌঃ ২০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন নাই। সত্য নয় যে, ১৪৭৪২১৩ নং চেকমূলে জনৈক সরওয়ার ২০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেছেন। ১৪৭৪২১৪ নং চেকমুলে

২০ লক্ষ টাকা মি. ইকবাল উত্তোলন করা সত্য নয়। সত্য নয় যে আমি জেনে সত্য গোপন করছি।

পুনঃ জেরাঃ-

৫ কোটি টাকা জমা হওয়ার বিষয় আমি আদালতে বলেছি কিনা মনে নাই। সত্য নয় যে, আসামীগন কর্তৃক টাকা আত্মসাতের বিষয় আমি সুনির্দিষ্টভাবে এজাহারে উল্লেখ করি নাই। সত্য নয় যে, আসামীগন রাত পৌনে দশটায় টাকা নিয়ে চলে যাওয়ার বিষয় এজাহারে উল্লেখ করি নাই। সত্য নয় যে, সাংগঠনিকভাবে resolution পাশ করে উক্ত অর্থ ব্যয় না করে তা আত্মসাৎ করা হয় অনুরুপভাবে এজাহারে উল্লেখ নাই। পরে বলে এজাহারে উল্লেখ নাই। সত্য নয় যে, আসামীগন সম্মিলিতভাবে ৫০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন নাই। সত্য নয় যে, এই আসামী কোন টাকা উত্তোলন বা আত্মসাৎ করেন নাই। ২০০৭ সনে আর্মির কথামত আমি এজাহার স্বাক্ষর করি।

The accused Redwan Ahmed adopted the cross examination of the accused Shah Alam Chowdhury and thereafter, he cross examined P.W.1, and in his cross examination, P.W.1 stated that আমি এই আসামীকে চিনি। আমি

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাথে সরাসরিভাবে জড়িত ছিলাম না। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তহবিল হতে উত্তোলনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিয়ম ছিল সংসদের চেয়ারম্যান, মহাসচিব ও অর্থ সচিবের সিদ্ধান্ত মোতাবেক টাকা উত্তোলন করা হবে। চেয়ারম্যান ও অর্থ সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা হত। সত্য নয় যে, চেয়ারম্যান ও মহাসচিব (অর্থ) কোন অর্থ উত্তোলন করেন নাই। উত্তোলিত টাকা কোন কোন খাতে ব্যয় হয় সে বিষয়ে আমার জানা নাই। উত্তোলনকৃত অর্থ হতে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা সম্মাননা ও কল্যান হতে অর্থ ব্যয় করা হয় মর্মে শুনেছি।

The prosecution declared P.W.1 as hostile witness and thereafter the prosecution cross examined P.W.1 and in his cross examination, P.W. 1 stated that এজাহারের বক্তব্য সত্য জেনে স্বাক্ষর করেছি। এজাহারের বর্নিত অভিযোগ সত্য। আমি এজাহার পড়ে স্বাক্ষর করেছি। উত্তোলন কৃত অর্থ সম্মেলনে ব্যয় হয় কিনা জানিনা। সত্য নয় যে, আসামীদের সাথে যোগসাজসে আমি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছি।

On recall

XXX

হাটবাজার খাত হতে ৪% হারে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল-এ জমা কত তারিখ থেকে শুরু হয় তাহা স্মরন নাই। রেদোয়ান সাহেব দায়িত্ব পাওয়ার পূর্বে আমার জানামতে অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান ছিলেন। অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী চেয়ারম্যান থাকাকালে বা তিনি দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার সময় পর্যন্ত ব্যাংক হিসাবে কত টাকা জমা ছিল তাহা স্মরন নাই। রেদোয়ান আহাম্মদ সাহেব কত তারিখে কত তারিখ পর্যন্ত কাউন্সিলর চেয়ারম্যান ছিলেন তাহা বলতে পারব না। ১/১২/২০০১ তারিখে সভায় সিদ্ধান্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের ব্যাংক হিসাব ও হাতে নগদ টাকা অপ্রতুল থাকায় ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের মাঝামাঝি সময়ে কাউন্সিলের অনুষ্ঠানাদিতে সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রেদোয়ান আহাম্মেদ এর নিকট থেকে কাউন্সিল ঋন গ্রহন করবে যাহা ৩০/৬/২০০২ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান রেদোয়ান আহাম্মদকে পরিশোধ করা হবে এরকম কথা আমি শুনেছি। এজাহারে বিলম্বের কারন উল্লেখ করি নাই।

P.W.2, Lina Sarker, D.G.M. (Rtd.), Agrani Bank, in her examination-in-chief stated that গত ২১/৮/০৭ তারিখে অগ্রণী ব্যাংক রমনা কর্পোরেট শাখায় আমি AGM হিসাবে কর্মরত

ছিলাম। ঐ দিন দুদকের সহঃ পরিচালক ও এ মামলার I/0 মোঃ আবুল হোসেন আমার কার্যালয়ে আসেন। তার চাহিতমতে আমার উপস্থাপনায় তিনি কিছু কাগজপত্র জব্দতালিকা মূলে জব্দ করেন। জব্দতালিকার ৪নং ক্রমিকে জব্দকৃত কাগজপত্রের বর্ননা আছে। পে অর্ডার নং ২৮৫৮৭৫১ এবং ২৮৫৮৭৫২ তাং ১১/৬/০২ সোনালী ব্যাংক মগবাজার শাখা, টাকার পরিমাণ ২০,০০,০০০ + ২০,০০,০০০ এর ২টি জমা ভাউচার যা চলতি হিসাব নং-৭৪৪১২ জনাব রেদওয়ান আহমদের নামে। জনাব রেদওয়ান আহমদ এর চলতি হিসাব নং-৭৪৪১২ ১/১/০২-৩০/৬/০২ তারিখ পর্যন্ত হিসাব বিবরনী। এই সেই জব্দতালিকা যাহা প্রদঃ-২। জব্দতালিকায় ইহা আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদঃ-২/১। জব্দকৃত কাগজপত্র আমার জিম্মায় রাখা হয়। আমি জব্দকৃত কাগজপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি আদালতে দাখিল করিলাম। যাহা প্রদঃ-৩ সিরিজ (৪ ফর্দ)।

While she was cross-examined by the accused Redwan Ahmed, she stated that পে অর্ডার ২টি জব্দের পূর্বে দুদকের 1.0 আমাকে কোন চিঠি দেয় নাই। পে অর্ডারে আবেদনকারী হিসাবে কার নাম আছে বলতে পারব না। জব্দতালিকায় সাক্ষীর কলামে আমার নাম নাই। সত্য নয় যে, আমি অতি উৎসাহী হয়ে সাক্ষ্য

দিতে এসেছি। সত্য নয় যে, এই আসামী কথিত পে অর্ডার জমা প্রদানকারী নয়। সত্য নয় যে, আমার দাখিলী হিসাব বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হয় নাই। সত্য নয় যে, আমি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছি।

The accused Shah Alam Chowdhury adopted the cross examination of the accused Redwan Ahmed.

P.W.3, Md. Johir Uddin, Member, Vatchar Union Parishad, Madaripur in his examination-in-chief stated that ২৭/২/০৭ তারিখ আমি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলর অফিস সহকারী হিসাবে কর্মরত থাকাকালে রমনা থানার এস,আই ফাইজুল ইসলামের চাহিদার প্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব কবির আহাম্মেদ এর উপস্থাপন মতে আমি ও দেলোয়ার হোসেনের উপস্থিতিতে তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মহাসচিব জনাব শাহ আলম চৌধুরী কর্তৃক সাবেক চেয়ারম্যান জনাব রেদোয়ান আহাম্মদ কর্তৃক ২০০৩ সালে নেয়া ৫০,০০,০০০/-টাকা ফেরত দেয়ার যে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছিল সেই চিঠি ২০০৫-২০০৬ সালের অডিট রিপোর্ট জব্দ করেন। জব্দতালিকায় আমার স্বাক্ষর আছে। ইহা ২৭/২/০৭ তারিখের জব্দতালিকা (প্রদঃ-৪)

ও ইহা আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-৪/১)। উক্ত জব্দকৃত কাগজ আমার কাছে জিম্মায় দিয়ে তৎকালীন S.I ফাইজুল ইসলাম এক কপি করে ফটোকপি নিয়ে যান। উক্ত কাগজের মূল কপি আমি আনতে পারি নাই। কারণ আমাকে চাকরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। ইহা সেই জিম্মানামা (প্রদঃ-৫) ও ইহা আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-৫/১)। ইহা সেই চিঠি, ডাক রশিদ ও অডিট রিপোর্ট এর ফটোকপি (প্রদঃ-৬ সিরিজ)।

The accused Shah Alam Chowdhury declined to cross examine P.W. 3.

But the accused Redwan Ahmed cross examined him and in his cross examination, P.W. 3 stated that সম্ভবত ২০০৩ সালে আমি চাকুরী শুরু করি। আমি ২৭/২/০৭ তারিখে জব্দতালিকায় স্বাক্ষর করেছি। কাগজপত্রের মূল কপি আমি আদালতে দাখিল করি নাই। জব্দকৃত কাগজ আমি দেখেছি। সত্য নয় ৫০ লাখ টাকা ফেরত দেয়ার চিঠি পরবর্তীতে সৃজন করা হয়েছে। সত্য নয় উক্ত সৃজনকৃত কাগজের সমর্থনে সাক্ষী দিতে এসেছি। অডিট রিপোর্টে এই আসামী কোন টাকা আত্মসাৎ করেছে ইহা উল্লেখ আছে কিনা জানি না। ২০০৫/২০০৬ সালের অডিট রিপোর্ট দাখিল করেছি।

P.W.4, Md. Kabir Ahmed Khan, Vice Chairman, Bangladesh Muktijoddha Sangsad Central Command

Council in his examination-in-chief stated that বিগত ২৭/২/০৭ তারিখে আমি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম। তখন রমনা থানার S.1 ফাইজুল ইসলাম আমার অফিসে আসেন। তার চাহিদার প্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক চেয়ারম্যান রেদোয়ান আহাম্মদকে দেয়া চিঠি উপস্থাপন করছি। উক্ত চিঠি তৎকালীন মহাসচিব শাহ আলম চৌধুরী রেদোয়ান আহাম্মেদকে দিয়াছিলেন উক্ত চিঠির স্মারক নং মুক্তি/পত্র/৩২৯/০৩ তাং ০৪/০৬/০৩ সেদিন আমি একটি ডাক বিভাগের রশিদ ও অডিট রিপোর্ট S.I ফাইজুল করিমকে দিয়াছিলাম।

The accused Shah Alam Chowdhury declined to cross examine P.W. 4.

But the accused Redwan Ahmed cross examined him and in his cross examination, P.W. 4 stated that ২০০৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত আমি কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলাম। আমার পূর্বে ছিলেন রেদোয়ান আহাম্মেদ এই আলামতগুলো আমি উপস্থাপন করেছি। ডাক রশিদের মূল কপি নাই। আজকে আদালতের মূল কপি দাখিল করি নাই। ফটোকপি দাখিল করেছি। আমি মূল কপি দেখেছি।

অডিট রিপোর্টটি ২০০৫/২০০৬ সালের অডিট রিপোর্টের ফটোকপি দাখিল করেছি।

P.W.5, Md. Badruzzaman, A.G.M. (Rtd.), Sonali Bank, in his examination-in-chief stated that ৩০/৭/২০০৭ তারিখে আমি সোনালী ব্যাংক মগবাজার শাখায় ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত ছিলাম। ঐ দিন দুদকের সহকারী পরিচালক মোঃ আবুল হোসেন আমাদের কার্যালয়ে আসেন। তার চাহিদার প্রেক্ষিতে আমি আমাদের ব্যাংকের গ্রাহক কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলর বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর সেভিংস একাউন্ট নং-৫৬৩০ এর ৩টি চেক যার নাম্বার ১৪৭৪২১৩, ১৪৭৪২১৪, ১৪৭৪২১৫ তারিখ-১০/৬/০২ টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ২০,০০,০০০/-, ২০,০০,০০০/-, ১০,০০,০০০/- টাকা জব্দ করেন। চেকের পাতায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষর আছে। ওখানে শুধু মহাসচিবের সীল আছে। জব্দ করার সময় সিনিয়র অফিসার আঃ আজিজ খান ও মোঃ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষর করেছেন। আমার উপস্থাপন মতে উক্ত কাগজ জব্দ করা হয়। পরে আমার জিম্মায় উক্ত ডকুমেন্ট দেয়া হয়। জিম্মানামায় আমার স্বাক্ষর আছে। ইহা সেই ৩০/৭/২০০৭ তারিখের জব্দতালিকা (প্রদঃ-৭) ও ইহা আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-৭/১)। চেকের মূল

কপিগুলো আমি ব্যাংকে জমা দিয়েছি। পরে আমি বদলী হয়েছি। আজকে উক্ত চেকের ফটোকপি দাখিল করলাম। ইহা সেই ৩টি চেকের ফটোকপি (প্রদঃ-৮ সিঃ)।

While he was cross-examined by the accused Shah Alam Chowdhury, he stated that আজকের দাখিলী চেকের ফটোকপি ব্যাংক থেকে আমাকে সরবরাহ করা হয় নাই। I.O ইহা সংগ্রহ করেছে। আমি উক্ত ব্যাংক থেকে বদলী হওয়ার সময় আমার পরবর্তী শাখা ব্যবস্থাপকের কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়াছি। চেক ৩টির কোনটিতেই শাহ আলম চৌধুরীর স্বাক্ষর নাই। ১৪৭৪২১৩ চেকে বেয়ারার হিসাবে সরোয়ার ও ১৪৭৪২১৪ চেকে মোঃ ইকবালের নাম আছে। সত্য নয় আমি আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি নাই।

The accused Redwan Ahmed adopted the cross examination of the accused Shah Alam Chowdhury and thereafter, he cross examined him and in his cross examination, P.W.5 stated that দুদকের সহকারী পরিচালক আমাকে চিঠি দিয়া বলেছিলেন তিনি আমাদের ব্যাংকে কাগজপত্র দেখবেন। উক্ত চিঠির স্মারক নং ও তারিখ মনে নাই। একই নাম্বারের একাধিক চেক হওয়ার সুযোগ নাই। ১টি চেকে বেয়ারার নাম নাই।

চেকের বিপরীতে স্বাক্ষর দিয়ে টাকা গ্রহন করতে হয়। Cash লেখা চেকের টাকা রেদোয়ান আহাম্মেদ টাকা নিয়ে স্বাক্ষর করেছে। তবে রেদোয়ান আহাম্মেদ স্বাক্ষর করেছে এখানে তাহা নাই। জব্দতালিকার নীচে জিম্মানামায় আমার স্বাক্ষর আছে। আলামত আমি নিজ জিম্মায় গ্রহন করেছি। উক্ত আলামত ব্যাংকে আছে। সত্য নয় আমি কোন চেক উপস্থাপন করি নাই ও কোন চেক নিজ জিম্মায় নেই নাই।

P.W.6, Md. Abdul Aziz Khan, Principal Officer (Rtd.), Sonali Bank, in his examination-in-chief stated that আমি ৩০/০৭/২০০৭ তারিখে সোনালী ব্যাংক মগবাজার শাখায় সিনিয়র অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলাম। ঐ দিন দুদকের সহকারী পরিচালক মোঃ আবুল হোসেন আমাদের কার্যালয়ে আসেন এবং তার চাহিদার প্রেক্ষিতে তৎকালীন ব্যাংক ম্যানেজার ৩টি চেক উপস্থাপন করলে তাহা জব্দ করা হয়। জব্দতালিকায় আমার স্বাক্ষর নেয়া হয়। ইহা জব্দতালিকায় আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-৭/২)।

While he was cross-examined by the accused Shah Alam Chowdhury, he stated that আমি জব্দকৃত আলামত দেখেছি এবং জব্দতালিকা পড়ে বুঝে সেখানে স্বাক্ষর করেছি এবং বক্তব্য জব্দতালিকায় লিখা নাই। জব্দতালিকায় চেকের সবগুলি তারিখ

১০/৬/২০০২ লিখা আছে। ৩টি চেকের কোথাও শাহ আলম চৌধুরীর স্বাক্ষর নাই।

While he was cross-examined by the accused Redwan Ahmed, he stated that ৩০/৭/২০০৭ তারিখে ম্যানেজার সাহেবের রুমে চেক জব্দ করা হয়েছে। আজকে মূল চেকগুলো নাই। চেকের টাকা কে গ্রহন করেছে তার কোন ডকুমেন্ট নাই। জব্দতালিকার চেকের তারিখ ১০/৬/২০০২ লিখা আছে। সত্য নয় জব্দতালিকা প্রস্তুতের সময় আমি ছিলাম না। সত্য নয় পরবর্তীতে আমার স্বাক্ষর নিয়েছে। সত্য নয় তদন্তকারী কর্মকর্তা একটি জব্দতালিকা প্রস্তুত করে এনে পরবর্তীতে আমার স্বাক্ষর নিয়াছে। সত্য নয় আমার সামনে কোন আলামত উদ্ধার হয় নাই। সত্য নয় অসত্য সাক্ষী দিলাম।

P.W. 7, Md. Faruque Hossain, Assistant Office Super, Bangladesh Muktijoddha Sangsad Central Command Council, in his examination-in-chief stated that ২৭/০২/০৭ তারিখে আমি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলর পি,এস টু চেয়ারম্যান ছিলাম। ঐ দিন রমনা থানার S.I ফাইজুল ইসলাম তৎকালীন মহাসচিব একটি চিঠি চেয়ারম্যান

বরাবর ও প্রাপ্তি স্বীকার পত্র ও ২০০৫-২০০৬ এর অডিট রিপোর্ট এর মূল কপি জব্দ করেন। উক্ত কাগজপত্র মোঃ জহির হোসেন এর জিম্মায় প্রদান করেন। তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং সাক্ষী হিসাবে জিম্মানামায় স্বাক্ষর করেছি। ইহা আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-৫/২)।

The accused Shah Alam Chowdhury declined to cross examine this witness but the accused Redwan Ahmed cross examined him and in his cross examination, P.W. 7 stated that ২৭/২/০৭ তারিখে জিম্মানামা প্রস্তুত করা হয়েছে। জিম্মানামায় আমি ও দেলোয়ার হোসেন সাক্ষী আছে। দেলোয়ার হোসেনের স্বাক্ষরের পর তারিখ Over writing আছে। আলামতের মূলকপি আজকে নাই। ফটোকপি আছে। ২৭/২/০৭ তারিখে রেদোয়ান আহাম্মদ সাহেব মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান ছিলেন না। এখানে চিঠি পাঠানোর রেজিস্ট্রি ডাক রশীদ আছে। সত্য নয় ৫/৩/০৭ তারিখে জিম্মানামায় স্বাক্ষর করেছি। সত্য নয় ২৭/২/০৭ তারিখে জিম্মানামায় স্বাক্ষর করি নাই। সত্য নয় আমি কোন বস্তু জিম্মায় গ্রহন করতে দেখি নাই। সত্য নয় অসত্য সাক্ষ্য দিলাম।

P.W. 8, S. M. Mahbubur Rahman, Managing Director of Bangladesh Muktijoddha Kalyan Trust, in his examination-in-chief stated that গত ১১/৯/২০০৭ তারিখে ঢাকা

মেট্রোপলিটন আদালতে ২৫ নং কোর্টে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কর্মরত ছিলাম। ঐ দিন বিজ্ঞ C.M.M থেকে প্রাপ্ত আসামী শাহ আলম চৌধুরীকে আমার আদালতে হাজির করা হলে আমি তাকে ৫ ও ৬ নং কলামের বর্ণিত কথাগুলো তাকে বুঝিয়ে বলি এবং তাকে চিন্তাভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দেই। তারপর তিনি স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করতে রাজী হওয়ায় আমি তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করি। ফরমে সংকুলান না হওয়ায় আমি অতিরিক্ত দুটি পাতা সংযুক্ত করেছি। আসামী মোট ৫ টি স্বাক্ষর করেছে। আমি ২টি ইনিশিয়াল ও ৩টি পূর্ণ স্বাক্ষর করেছি। ইহা আসামী শাহ আলম চৌধুরীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদঃ-৯) ও ইহা আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-৯/১) একই দিনে এই মামলার সাক্ষী মোহাম্মদ আলীর জবানবন্দী ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করেছি। সাক্ষী মোট ৩ টি স্বাক্ষর করেছে। আমি নিজে স্বাক্ষর করেছি। ইহা সাক্ষী মোহাম্মদ আলীর জবানবন্দী (প্রদঃ-১০) ও ইহা আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-১০/১)।

While he was cross-examined by the accused Shah Alam Chowdhury, he stated that ১নং কলামে ৩.০০ লিখা আছে। এখানে a.m ও p.m উল্লেখ নাই। তবে ৩.০০ হল p.m হয়।

আমি একজন সাক্ষী। বিজ্ঞ C.M.M নথি পাঠাইয়াছে তবে এখানে কোন Forwarding নাই। তবে নথি দেখে বলতে পারব। কয়টার সময় জবানবন্দী লিখা শুরু করলাম তাহা লিখা নাই। কার এখানে উক্তরূপ কোন কলাম নাই। সত্য নয় ১নং কলাম আমি পদ্ধতি মোতাবেক পূরন করি নাই। সত্য নয় ২নং কলাম যথাযথভাবে পদ্ধতি মোতাবেক পূরন করি নাই। ২নং কলাম আমি পূরণ করি নাই কারণ আসামী পুলিশের মাধ্যমে আসে নাই। যখন জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করি তখন দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল। সত্য নয় যেহেতু সেনা শাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল সেই কারণে কলাম যথাযথভাবে পূরন করে আমার খেয়াল খুশীমতো জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছি। সত্য নয় ৩নং কলাম যথাযথভাবে পূরন করি নাই। ৪নং কলাম আমি পূরন করি নাই। ৩নং কলামে আসামী চিন্তাভাবনা করার জন্য কতক্ষন সময় দিয়াছি তাহা লিখার সুযোগ আছে কিনা মনে করি নাই। ১৬৪ রেকর্ড করার জন্য আসামীকে চিন্তাভাবনা করার জন্য সময় দিতে হয় তাহা জানি। ৫নং কলাম আমি নিজে পড়েছি এবং আসামীকে শুনাইয়াছি ও মর্ম বুঝাইয়াছি। সত্য নয় আমি আসামীক বুঝাইয়াছি তাহা উল্লেখ নাই। ৬নং কলামে আমি উল্লেখ করি নাই যে, আমি পুলিশ নই আমি ম্যাজিস্ট্রেট। ৬নং কলামে উল্লেখ করি নাই যে, আপনি দোষ স্বীকার

করতে বাধ্য নয় এবং দোষ স্বীকার করলে আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। ৬নং কলামে উল্লেখ করি নাই যে, স্বাধীন ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত আসামী জবানবন্দী দিয়াছে। ৬নং কলামে উল্লেখ করি নাই যে, আপনি স্বীকারোক্তি না দিলে আপনাকে পুলিশ হেফাজতে দেয়া হবে না। ৮নং কলামে আসামীর শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা তাহা উল্লেখ নাই এবং মানসিক ভয়ভীতি ছিল কিনা তাহা উল্লেখ নাই। আনুমানিক ৪ টার সময় জবানবন্দী রেকর্ড করা শেষ হয়। তবে ইহা কোথাও লিখা নাই। সত্য নয় ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৬৪ এর বিধান অনুসরন না করে জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছি। সত্য নয় পরিস্থিতির কারণে আমি বিধি মোতাবেক জবানবন্দী রেকর্ডও করতে পারি নাই। একই দিনে আসামীর ১৬৪ ও সাক্ষীর ১৬৪ নিয়াছি। সত্য নয় একই সময়ে দুটি জবানবন্দী রেকর্ড করেছি। ৬নং পৃষ্ঠায় আসামীকে তার বিবৃতি পড়ে শুনানো হয়েছে তাতে উল্লেখ নাই।

XXX অপর আসামী জেরা করবেন না।

While he was cross-examined by the accused Redwan Ahmed, he stated that আসামী হাইকোর্ট বিভাগ থেকে জামিনে ছিল। বিজ্ঞ সিএমএম সাহেব ১৬৪ রেকর্ড করার জন্য আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আসামী বিজ্ঞ সি.এম.এম এর কাছে দরখাস্ত

দিয়াছে তাহা আমার Form এ উল্লেখ নাই। বিকাল ৩ টার সময় জবানবন্দী লিখা শুরু করেছি। ২নং পাতায় স্বীকারোক্তিকারীর স্বাক্ষর করার কোন কলাম নাই। ৪নং কলাম পূরন করার প্রয়োজন হয় নাই তাই করি নাই। ৫নং কলামে উত্তর লিখার কোন সুযোগ নাই। ৬নং কলামে আসামী স্বেচ্ছায় জবানবন্দী দিবে কিনা তাহা (অপাঠ্য) তাকে প্রশ্ন করেছি। আসামীকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে না বা তাকে পুলিশ কাস্টডিতে দেয়া হবে না এই মর্মে ৬নং কলামে কোন প্রশ্ন করি নাই। ৪নং পাতায় স্বীকারোক্তিকারীর স্বাক্ষরেরর কলাম ১টি। আসামী স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে জবানবন্দী দিয়েছে তাই ৯নং কলামে কোন কিছু উল্লেখ করি নাই। অতিরিক্ত পাতা ব্যবহার করেছি। তবে ৪নং পাতায় উল্লেখ করি নাই যে মোট কত পাতা অতিরিক্ত ব্যবহার করেছি। অতিরিক্ত ৩টি পৃষ্ঠার স্বীকারোক্তিকারীর স্বাক্ষরের তদর্ধে টিক (✔) চিহ্ন দেয়া আছে। চলমান পাতা-৬ এ কোন মেমোরেন্ডাম দেই নাই। ফরমের ১ম পাতায় সময় ৩.০০ ঘটিকা দিন/রাত উল্লেখ করি নাই। তবে কোর্ট চলাকালীন সময় উল্লেখ আছে। ঘটনাস্থল মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর অফিস রুমে উল্লেখ আছে। ১১/৩/২০০৭ সময়টি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল। সত্য নয় ইহা আসামীর প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তি জবানবন্দী নয়। সত্য নয় আমি

ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ও ৩৬৪ ধারা অনুসরন করে স্বীকারোক্তি জবানবন্দী রেকর্ড করি নাই।

সাক্ষী মোহাম্মদ আলি কে আমার কাছে উপস্থাপন করেছে তাহা জবানবন্দীতে উল্লেখ নাই। তার সাক্ষ্য কয়টার সময় লিপিবদ্ধ তাহা উল্লেখ নাই। তার বিবৃতি মোট কয় পাতায় তাহা উল্লেখ করি নাই। ২য় পৃষ্ঠায় কোন নাম্বার নাই। ১ম পাতার পরে বিবৃতি চলমান তাহা উল্লেখ নাই। মোহাম্মদ আলির স্বাক্ষরের পাশে টিক (✔) চিহ্ন দেয়া আছে। সত্য নয় ইহা মোহাম্মদ আলির বিবৃতি নয়। সত্য নয় সাদা কাগজে স্বাক্ষরিত একটি কাগজে বিবৃতি প্রস্তুত করার কথা বলা হলে আমি তাহা করেছি। সত্য নয় মোহাম্মদ আলি স্বশরীরে আমার কাছে উপস্থিত হয় নাই। সত্য নয় আমি অসত্য সাক্ষী দিলাম।

P.W. 9, A. K. M. Daulat Akbor, A.S.P of S.B, Dhaka, in his examination-in-chief stated that আমি গত ১৫/২/০৭ তারিখে রমনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় বাদীর টাইপকৃত অভিযোগ প্রাপ্তির পর প্রাথমিক বিবরণী Form পূরন করে মামলা রুজু করি যার নম্বর ৪০/১১৬, তারিখ ১৫/২/২০০৭। ইহা F.I.R Form (প্রদঃ-১১) ও ইহা আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-১১/১)

While he was cross-examined by both the accused, he stated that সত্য নয় F.I.R কলাম আমি নিজ হাতে পূরন করি নাই। এজাহার আমি পড়েছিলাম। F.I.R কলামে বিলম্বের কারণ উল্লেখ করি নাই। এজাহারে বিলম্বের কারণ উল্লেখ নাই। আমি বাদীর স্বাক্ষর সনাক্ত করি নাই। ইহা তদন্তকারী কর্মকর্তা দেখবেন। সত্য নহে বাদী আমার সামনে আসে নাই তাই বাদীর স্বাক্ষর সনাক্ত করি নাই।

P.W. 10, Md. Abul Hossain, Deputy Director, Anti Curroption Commission, in his examination-in-chief stated that আমি সহকারী পরিচালক হিসাবে দুদক প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালে স্মারক নং-৪৯২১ তারিখ ১১/৭/০৭ মূলে রমনা থানার মামলা নং-৪০, তারিখ-১৫/২/২০০৭ এ আমাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। ইহা সেই নিয়োগপত্র (প্রদঃ-১২)। মামলাটি তদন্তকালে বিগত ৩০/৭/২০০৭ তারিখে সোনালি ব্যাংক, মগবাজার শাখা হতে আমার চাহিদা মোতাবেক ম্যানেজার বদরুজ্জামানের উপস্থাপনায় ২ জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে হিসাব নং-৫৬৩০ যাহা মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাস্টের নামে ৩টি চেক জব্দ করি। ইহা সেই জব্দতালিকা এবং ইহা আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-৭/৩)। জব্দকৃত কাগজ শাখা ব্যবস্থাপক এর জিম্মায় প্রদান করি। ২১/৮/২০০৭

তারিখে অগ্রণী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর এ.জি,এম লিনা সরকারের উপস্থাপনায় ২ জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ২টি পে অর্ডার এবং জনাব রেদোয়ান আহাম্মদ এর হিসাব নং-৭৪৪১২ জমাকৃত উক্ত হিসাব বিবরণী জব্দ করি। ইহা সেই জব্দতালিকা এবং ইহা আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-২/২)। একই পাতায় উক্ত কাগজপত্র উপস্থাপনকারীর কাছে জিম্মায় প্রদান করি। মামলাটি তদন্তকালে সোনালী ব্যাংক, মগবাজার শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রেরিত স্মারক নং-১১৮৩ তারিখ-১২/৯/২০০৭ মূলে প্রাপ্ত ১/১/২০০২ হতে ৩০/৬/২০০২ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করি। ইহা সেই ব্যাংক স্টেটমেন্ট বস্তু (প্রদঃ- I )। তদন্তকালে জনাব শাহ আলম চৌধুরী সাহেব মহাসচিব বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক শপথ পূর্বক ঘোষণা করেন যাহা আমি রেকর্ড করি ১২/৯/২০০৭ তারিখ এবং তিনি সেখানে স্বাক্ষর করেন। ইহা সেই শপথ পূর্বক ঘোষনা (প্রদঃ-১৩)। তদন্তকালে জব্দকৃত ও প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের হিসাব নং-৫৬৩০ হতে উত্তোলিত ৩টি চেকের মাধ্যমে মোট ৫০,০০০০০/- টাকা যাহা দুটি চেকে ২০ লক্ষ ২০ লক্ষ ৪০ লক্ষ টাকা পে অর্ডারের ম্যাধ্যম জনাব রেদোয়ান আহম্মেদ এর চলতি হিসাব নং-৭৪৪১২

অগ্রণী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখায় জমা হয়। অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টাকা নগদে উত্তোলন করে জনাব রেদোয়ান আহম্মেদকে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য উক্ত টাকা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তৎকালীন মহাসচিব জনাব শাহ আলম চৌধুরীর পত্র নং-মুক্তি/পত্র/৩২৯/০৩ তারিখ-৪/৬/২০০৩ মূলে ৫০ লক্ষ টাকা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের হিসাবে ফেরত প্রদানের জন্য জনাব রেদোয়ান আহাম্মেদকে গ্যারান্টিযুক্ত এক্সপ্রেস পোষ্টের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করেন। এছাড়া মামলা তদন্তকালে সাক্ষীদের বক্তব্যে জানা যায় যে, জনাব রেদোয়ান আহাম্মদ উক্ত টাকা ফেরত প্রদান না করার কারণে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর উনাকে মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ দেয়া হয়। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস সুপার জনাব মোহাম্মদ আলি তিনি চেক বই ও অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ডপত্র সংরক্ষন করতেন। তিনি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট ১৬৪ ধারায় এসব বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায় তৎকালীন মহাসচিব জনাব শাহ আলম চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, ১০ লক্ষ টাকা নগদ ও ৪০ লক্ষ টাকার পে অর্ডার দুটি জনাব রেদোয়ান আহাম্মদ এর নিকট দিয়ে আসেন। ফলে আসামী জনাব রেদোয়ান আহাম্মদ সাবেক প্রতিমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সাবেক চেয়ারম্যান

কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এবং জনাব শাহ আলম চৌধুরী সাবেক মহাসচিব (অর্থ পরিকল্পনা) কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর বিরুদ্ধে ৩টি চেকের মাধ্যমে ৫০ লক্ষ টাকা অবৈধভাবে নিজে লাভবান হওয়ার মানষে অপরাধ মূলক বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আত্মসাতের অভিযোগের ও অপরাধের সহায়তায় দন্ডবিধির ৪০৯/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় চার্জশীট দাখিলের সুপারিশ করে সাক্ষ্যের স্মারক দাখিল করলে দুর্নীতি দমন কমিশনের স্মারক নং-সি/৩৯-২০০৭ (তদন্ত-২)/৯০৩৪ তারিখ ৭/১০/০৭মূলে চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে রমনা থানার চার্জশীট নং-৫২৬ তারিখ-৮/১০/২০০৭ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করি। ইহা চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন পত্র (প্রদঃ-১৪)।

While he was cross-examined by the accused Redwan Ahmed, he stated that তদন্তভার পাওয়ার পর এজাহার ও Form পর্যালোচনা করেছি। ৩ জনের বিরুদ্ধে এজাহার হয়েছিল। আজকে ২ জন ছাড়া অন্যজন ছিল কবির আহম্মেদ খান। FIR Form-এ সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ নাই। ১৫/২/২০০৭ তারিখে এজাহার দায়ের হয়েছে। এজাহার প্রস্তুতের তারিখ ২৩/১/২০০৭। এজাহার

দায়েরের বিলম্বের কারণ এজাহারে নাই এবং বিলম্বের কারণ সম্পর্কে এজাহারকারীর কাছ থেকে কিছু জানি নাই। এজাহার প্রস্তুতের তারিখ থেকে ২৩ দিন বিলম্বে এজাহার দায়ের বিষয় এজাহারকারীর কাছ থেকে জানি নাই। বিলম্বের কোন ব্যাখ্যা আমার তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করি নাই। এজাহারের ৩ নং প্যারায় রেদোয়ান সাহেব ২০ লাক্ষ টাকা জমা দেন উল্লেখ আছে। আমি এজাহারকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি ১১/৯/২০০৭ তারিখে। তার ১৬১ রেকর্ড করেছি। এজাহারকারী তার জবানবন্দীতে ১১/৬/০২ তারিখের ৩টি চেক মূলে মোট ৫০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন ইহা ১৬১ এ বলেছেন। সাংগঠনিকভাবে রেজুলেশন প্রস্তুত করে উক্ত অর্থ ব্যয় করার কথা থাকলেও তাহা না করে আত্মসাৎ করা হয় ইহা এজাহারে আছে তবে ১৬১ এ নাই। ৩০/০৭/০৭ তারিখের জব্দতালিকায় জব্দকৃত ৩টি চেক এর তারিখ ১০/০৬/২০০২ উল্লেখ আছে। তবে প্রকৃতপক্ষে ১১/০৬/২০০২ হবে। ১০/০৬/২০০২ ভুলক্রমে লিখা হয়েছে তবে তদন্ত প্রতিবেদনে এর কোন ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দেই নাই। রেদোয়ান আহাম্মেদ সাহেব কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রিয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিল বলতে পারবনা। তবে আমার তদন্তকালীন সময় তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন না

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অর্থ বছর কত তারিখ থেকে কত তাহা জানা নাই। রেদোয়ান আহাম্মেদ যখন দায়িত্ব পান তখন সোনালী ব্যাংকে কত টাকা জমা ছিল তাহা জানা নাই। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অর্থ বৎসর ১ লা জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত হতে পারে। ০১/০৭/২০০১ থেকে ৩০/০৬/২০০২ পর্যন্ত অর্থ বৎসরের কিনা জানা নাই। সোনালী ব্যাংক, মগবাজার শাখার হিসাব বিবরণী ০১/০১/২০০২ থেকে ৩০/০৬/২০০২ পর্যন্ত ০১/০৭/২০০১ থেকে ৩০/০৬/২০০২ পর্যন্ত কোন একাউন্ট স্টেটমেন্ট জব্দ করি নাই। প্রতি অর্থ বৎসর শেষে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অডিট হয় কিনা এবং এই বিষয় আমি কোন তদন্ত করি নাই। আমি কোন অডিট রিপোর্ট জব্দ করি নাই। ৩১/১২/২০০১ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংকে জমা ২,২৮,৭০২.৬০ টাকা। ০১/০১/০২ থেকে ৩০/০৬/০২ পর্যন্ত ব্যাংক স্টেটমেন্টে যা আছে, তাহা সঠিক। জানুয়ারী ২০০২ থেকে মে/২০০২ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা সংসদ স্বাধীনতা দিবসসহ বিভিন্ন সংবর্ধনা ও আনুষ্ঠান আয়োজন করে কিনা জানি না। ১২/১২/২০০১ থেকে ১৬/১২/২০০১ পর্যন্ত বিজয় দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের সংবর্ধনা দেয়া ও সুন্দরবন হোটেলে থাকা খাওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে কিনা জানি না। রেদোয়ান আহাম্মেদ সাহেব

৭/১১/২০০১ দায়িত্ব গ্রহন করার পর থেকে ২০০১/২০০২ অর্থ বছরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে ৭৮,৫২,৪২৬.২২ টাকা খরচ করে কিনা জানি না। তদন্তকালে এ ধরনের কোন তথ্য প্রমাণ পাই নাই। সত্য নয়, আমি যদি ২০০১/২০০২ অর্থ বছরের অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা করতাম তাহলে দেখতে পেতাম যে, রেদোয়ান আহাম্মেদ সাহেব সংসদকে ৫৩,৭০,০০০/- টাকা লোন দিয়েছেন এবং এই বিষয়ে সংসদের রেজুলেশন ছিল। সত্য নয় উক্ত লোন পরিশোধ নিমিত্তে রেদোয়ান আহাম্মেদ সাহেবের ব্যাংক একাউন্ট পে অর্ডার মাধ্যমে প্রদান করা হয়। রেদোয়ান আহাম্মেদ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ১ম ব্যাচের ছাত্র এবং তিনি সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবি কিনা জানি না। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তিনি পরপর ৪ বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে কিনা জানি না। তিনি B.G.M.E.A এর পরপর ৩ বার নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন কিনা জানি না। তিনি মুক্তিযোদ্ধা প্রতিমন্ত্রী হিসাবে পদত্যাগ করার পরে তাকে বানিজ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় কিনা জানি না। তিনি ঢাকা ক্লাব, কুর্মিটোলা গলফ ক্লাব, গুলশান ক্লাব সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কমিটির সদস্য ছিলেন কিনা জানি না। তিনি অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কিনা জানি

না। সত্য নয় তিনি দেশপ্রেমিক রাজনীতিক ও মুক্তিযোদ্ধা তাই ৫০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার কোন উদ্দেশ্য  তার ছিল না। সত্য নয় তাই আমি তার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন চাজশীট দাখিল করেছি। রেদোয়ান আহাম্মেদ সাহেব সংসদের চেয়ারম্যানের পূর্বে কে চেয়ারম্যান ছিল তাহা তদন্ত করি নাই। এজাহারভুক্ত আসামী কবির আহাম্মেদ খানকে আমি Not Sent করে তাকে সাক্ষী মেনেছি। কবির আহাম্মেদ খান পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান আহাদ চৌধুরীর পদত্যাগ সংক্রান্ত তলবী সভা আহবান করছিল কিনা জানি না। রেদোয়ান আহাম্মেদ সাহেব যখন চেয়ারম্যান তখন কবির আহাম্মেদ খান ভাইস চেয়ারম্যান ছিল কিনা জানি না। আহাদ চৌধুরী রেদোয়ান আহাম্মেদ সাহেবকে হিসাব বুঝিয়ে দিয়াছে কিনা তাহা তদন্ত করি নাই। ১/১২/২০০১ তারিখ মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির সভা হয় কিনা জানি না। উক্ত চেক নং ১৪৭৪২১৩ মিঃ সরোয়ার এর নামে চেক নং-১৪৭৪২১৪ মিঃ ইকবালের নামে চেক নং ১৪৭৪২১৫ ক্যাশ। মি. সরোয়ার ও মি. ইকবালকে সাক্ষী মান্য করি নাই। চেক নং-১৪৭৪২১৪ ও ১৪৭৪২১৫ এর মোট ৪০ লক্ষ টাকা পে অর্ডারের মাধ্যমে রেদোয়ান আহাম্মদ এর একাউন্টে জমা হয়েছে এই মর্মে কোন প্রত্যায়পত্র নেই নাই। তবে উক্ত টাকা পে অর্ডারের মাধ্যমে

জমা হয়েছে তাহা তদন্তে পেয়েছি। আমি একটি অডিট রিপোর্ট দাখিল করছি তাহা ১/৭/২০০৫ থেকে ৩০/০৬/২০০৫ পর্যন্ত সময়ের।

আমি ২০০১/২০০২ অর্থ বৎসরের মুক্তিযোদ্ধা সংসদের খাতওয়ারী হিসাব দেখি নাই। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ব্যয়ের কয়টি খাত আছে আমি জানি না। ২০০১/২০০২ অর্থ বৎসর অডিট অনুযায়ী সর্বশেষ ১,৫৬,১২,৫৫৮.১৪ টাকা খরচ হয়েছে কিনা জানি না। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কোন মুক্তিযোদ্ধাগণ ঋণ গ্রহন করতে পারে কিনা এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারে কিনা জানি না। সত্য নয় ২০০১/২০০২ অর্থ বৎসরে ১৫,৬১,২৩৫/- টাকা মোট ব্যয় হয়েছে। উক্ত অর্থবৎসর ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হয় ৮২,১৭,১০৭.০০ টাকা ৭০৯৫২৫১.০০ টাকা বেশি হয়েছে কিনা জানি না। অতিরিক্ত টাকা মুক্তিযোদ্ধা রেদোয়ান আহাম্মদ সহ আরো অনেকের কাছ থেকে সংসদ ঋন নিয়াছেন ইহা সত্য নয়। সত্য নয় শুধু রেদোয়ান আহম্মদ এর কাছে ঋণ গ্রহন করেছেন ৫৩,৭০,০০০/- টাকা, শাহ আলম চৌধুরী তার ১৬৪ ধারা মোতাবেক দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে ঘটনাস্থল মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রীর রুমে (অফিস রুম)। শাহ আলম চৌধুরী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে স্বেচ্ছায় গিয়াছিলেন এবং আমি তাকে নিয়ে গিয়াছিলাম।

সাক্ষী মোহাম্মদ আলী স্বেচ্ছায় গিয়াছিলেন সত্য নয় রেদোয়ান আহাম্মদকে গ্রেফতার করার পরে আমি সাক্ষী মোহাম্মদ আলীকে হুমকি দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে নিয়া গিয়াছি। ৪/৬/০৩ তারিখে পত্র (প্রদঃ-৬) গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে। ডাক রশিদে রেদোয়ান আহাম্মদ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ উত্তর ঢাকা লিখা আছে। রেদোয়ান সাহেব উক্ত চিঠি গ্রহন করেছেন এই মর্মে ডাক বিভাগ থেকে কোন প্রত্যায়ন নেই নাই। এখানে কোন প্রাপ্তি স্বীকার নাই। চিঠি বা ডাক রশিদ এর ফটোকপি কেহ সত্যায়ন করেন নাই। সত্য নয় রেদোয়ান আহম্মেদকে উক্তরূপ কোন প্রেরণ করা হয় নাই। সত্য নয় ১১/১/২০০৭ এর পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার উক্ত চিঠি সৃষ্টি করেছেন। রেদোয়ান আহাম্মেদকে মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ দেয়া হয়েছে এই মর্মে কোন লিখিত কাগজ দাখিল করি নাই। এজাহারকারী ২০০৭ সালের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের কোন কর্মকর্তা সদস্য ছিলেন কিনা বলতে পারব না। এজাহারকারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এই মর্মে কোন কাগজ সংগ্রহ করি নাই। ২০০১/২০০২ অর্থ বৎসরের মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের কার্য নির্বাহীর কোন সদস্যকে সাক্ষী করি নাই। ২০০১/২০০২ অর্থ বৎসরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড

কাউন্সিল অডিট করার জন্য আহসান রশীদ এন্ড কোম্পানীকে নিয়োগ করেছিলেন কিনা জানি না। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সহ সভাপতি (অর্থ) কাজী জাহাঙ্গীর আমীর ও মহা সচিব (প্রশাসন) আবু ছাঈদ খান সংসদের আর্থিক প্রয়োজনে রেদোয়ান সাহেবের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য একটি পত্র দেয় এই বিষয়ে কোন তদন্ত করি নাই। সত্য নয় এজাহারকারী মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি নয়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ রেদোয়ান আহাম্মেদ এর কাছ থেকে নেয়া ঋণ আংশিক পরিশোধ করেছে ইহা সত্য নয়। সত্য নয় আমার Accounting ও Audit বিষয় পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় এই বিষয়ে সঠিক তদন্ত করি নাই। সত্য নয় (অস্পষ্ট) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু ষড়যন্ত্রকারী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমি অভিযোগপত্র দাখিল করেছি। সত্য নয় এজাহারের কবির আহাম্মদ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ঐ ষড়যন্ত্রকারী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে অব্যাহতি দিয়াছি। রেদোয়ান সাহেবের দায়িত্বকালীন কালে তার সময়কালের কমিটির কোন সদস্যকে সাক্ষী মান্য করি নাই কারণ প্রয়োজন মনে করি নাই। সত্য নয় অসত্য সাক্ষী দিলাম।

While he was cross-examined by the accused Shah Alam Chowdhury, he stated that ঘটনার ৪ বৎসর ৮ মাস ৪ দিন

পরে মামলা দায়ের হয়েছে। আমি সহ মোট ৩ জন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আমি ১৫/৭/২০০৭ তারিখে তদন্তকার্য শুরু করি। ৭/১০/২০০৭ তারিখে তদন্ত কার্য শেষ করি। কতদিন তদন্ত কার্য করেছি তাহা সময় দিলে বের করতে পারব। সত্য নয় জনাব শাহ আলম চৌধুরী নিজে লাভবান হওয়ার জন্য বা অন্যকে লাভবান করার জন্য মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কোন টাকা নেন নাই। সত্য নয় এ সংক্রান্তে শাহ আলম চৌধুরী কোন অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করেন নাই। সত্য নয় জনাব শাহ আলম চৌধুরী মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কোন টাকা আত্মসাৎ করেন নাই। সত্য নয় শাহ আলম চৌধুরী মুক্তিযোদ্ধা সংসদের টাকা আত্মসাতের বিষয়ে কাউকে সহায়তা করেন নাই। সত্য নয় শাহ আলম চৌধুরী দন্ডবিধির ৪০৯/১০৯ ধারার কোন অপরাধ করেন নাই। সত্য নয় শাহ আলম চৌধুরী সাহেব দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার কোন অপরাধ করেন নাই। আমি শাহ আলম চৌধুরীকে তার ১৬৪ ধারার জবানবন্দি প্রদানের জন্য তাকে ফরোয়ার্ডিং এর মাধ্যমে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট পাঠাই নাই। আমি তদন্ত শুরু করার আগে C.D পর্যালোচনা করেছি। আমার আগের ২ জন তদন্তকারী কর্মকর্তা শাহ আলম চৌধুরীকে ফরোয়ার্ডিং এর মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে ফরোয়ার্ড করেন নাই। শাহ আলম

চৌধুরী দোষ স্বীকার করে জবানবন্দী দিতে রাজী হওয়ায় আমি তাকে ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে নিয়া গিয়াছি। সত্য নয় আমি আইন ও পদ্ধতির বরখেলাপ করে এই মামলার তদন্ত করেছি। এজাহার পর্যালোচনা করেছি। সত্য নয় এজাহারে উল্লেখিত চেক ৩টি আমি জব্দতালিকা মূলে জব্দ করি নাই। ৩০/০৭/২০০৭ এর জব্দতালিকার ৪(ক) ক্রমিকে চেকের তারিখ ১০/৬/২০০২ লিখা আছে। সত্য নয় আমার শপথ গ্রহন করার ক্ষমতা তখন ছিল না। ঐ সময় শপথ গ্রহনের ক্ষমতা ছিল। তবে এখন নাই। সত্য নয় আমি এই মামলার আইনের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম করেছি। সত্য নয় আমি যথাযথভাবে বিধি বিধান প্রতিপালন করে তদন্ত করলে শাহ আলম চৌধুরীকে দোষী সাব্যস্থ করতে পারতাম না।

D.W. 1, Redwan Ahmed, in his examination-in-chief stated that আমি আসামী হিসাবে সাক্ষী দিচ্ছি। এজাহারকারীকে পূর্বে চিনতাম না। এজাহার করার পরে দেখা হয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত একটি বেসরকারী সংগঠন। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবন্ধিত কোন সংগঠন নয়। ২০০১ সালে সর্বপ্রথম মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন হয়। আমি ১ম প্রতিমন্ত্রী ছিলাম। তখন জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা

কাউন্সিল গঠন হয়। যার তারিখ ০৭/৪/২০০২। ২৪/০৭/০২ তারিখে মুক্তিযোদ্ধাদের নামে বিভিন্ন সংগঠনের নিবন্ধন বিধিমালা হয়। তারপরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিবন্ধিত হয়। আমি যখন মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহন করি তখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যক্ষ আব্দুল আহাদ চৌধুরী। ২০০১ সালে BNP ক্ষমতায় আসার পরে তিনি তার কার্যক্রম বন্ধ করে দেন এবং সংসদের বিভিন্ন তহবিলের টাকা পয়সা তিনি তুলে নিয়ে যান। তখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মহাসচিব, ভাইস চেয়ারম্যান ও আরো অনেক লোক সবাই আমার কাছে আসেন। তখন আমি বলি যে আহাদ চৌধুরী যদি কোন কাজ না করেন তাহা হলে আপনারা একটি ব্যবস্থা নেন। তখন সিনিয়র মোষ্ট সহ সভাপতি কবির খান একটি তলবি সভা ডাকেন। ঐ তলবি সভায় সকল সদস্য সর্ব সম্মতিভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আহাদ চৌধুরীকে অপসারনের সিদ্ধান্ত নেন। একই সভায় আমাকে তখন সর্বসম্মতিভাবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রিয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন ৪ বৎসরের জন্য। উক্ত তলবি সভার ৭ জনকে ভাইস চেয়ারম্যান ৩ জনকে মহাসচিব ও অন্যান্য লোককে বিভিন্ন পদ দিয়ে পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করে। ১৬/১১/২০০১ তারিখে আমি সবাইকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রিয় কমান্ড কাউন্সিল অফিসে যাই এবং প্রথম কাউন্সিল

মিটিং করে আমি দায়িত্ব গ্রহন করি। তারা বলল যে আমাদের ফান্ডে কোন টাকা পয়সা নাই। তারা আমার কাছে আর্থিকভাবে সাহায্য চান। ২৩/১১/২০০১ তারিখে আমি তাদেরকে ৫,৯৮,৫৪৬.০০/- টাকা দেই। হিসাবরক্ষক, অর্থ সম্পাদক ও মহাসচিব (অর্থ) স্বাক্ষর করে উক্ত টাকা গ্রহন করেন। তারা ঋন হিসাবে গ্রহন করে। উক্ত ভাউচারের ফটোকপি দাখিল করলাম। আমার দেয়া প্রদত্ত টাকা ব্যয় করার পরে ১১/১২/২০০১ তারিখে ২/২$\frac{১}{২}$ লাখ টাকার মতো ছিল। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠান করতে হয়। আমি একজন সফল ব্যবসায়ী, গার্মেন্টস মালিক ও পোষাক মালিকের সমিতির ৩ বার প্রেসিডেন্ট ছিলাম। সেই জন্য তারা আমার কাছে টাকা চায়। আমি বললাম যে তোমরা একটি সভা কর এবং কিভাবে টাকা নিবে এবং কিভাবে টাকা ফেরত দিবে। ১/১২/২০০১ তারিখে কবির খানের সভাপতিত্বে একটি কাউন্সিল মিটিং হয়। উক্ত কাউন্সিলে প্রস্তাব পাশ হয় যা প্রয়োজনে সময়ে সময়ে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আমার কাছ থেকে ঋন গ্রহন করবে এবং হাট বাজার খাত থেকে প্রাপ্ত টাকা যখন আসবে তখন তারা আমার টাকা ফেরত দিবে। ঐ সভার সিদ্ধান্তের একটি কপি পত্র দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেন। কাজী জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষর

করে উক্ত চিঠি প্রদান করেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের ফটোকপি এবং মূল চিঠি দাখিল করলাম। ভারতের ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি টিম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন কিছু দেখার জন্য আসেন এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালনের জন্য টাকার প্রয়োজন হলে আমি তাদেরকে ১৫ লাখ টাকা দিলাম। কাজী জাহাঙ্গীর আলম উক্ত ১৫ লাখ টাকার ব্যয় কিভাবে হয়েছে এবং কত টাকা আছে এবং আমাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের জন্য আরো ২০ লাখ টাকা ঋন চেয়ে আরো একটি চিঠি দেন। উক্ত চিঠির কপি দাখিল করলাম। তখন আমি আবার আরো ২০ লাখ টাকা ঋন দিলাম। ২৩/২/২০০২ তারিখে কাজী জাহাঙ্গীর আমির সকল হিসাব নিকাশ এর বিবরণ দিয়ে আমাকে একটি চিঠি দেন এবং সেখানে পরবর্তীতে ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন সহ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান প্রদর্শন, সংবর্ধনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য আরো ১৫ লাখ টাকার প্রয়োজন হলে আমাকে পত্র দেন। উক্ত পত্রের কপি দাখিল করলাম। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আর্থিক বৎসর হল ১ লা জুলাই থেকে ৩০ শে জুন পর্যন্ত। আমার দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকে ৩০ শে জুন/২০০২ পর্যন্ত অনেকগুলো অনুষ্ঠান হয়। সেসব হল ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন, ভারতের ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রীর আগমন সংবর্ধনা, ১৩ ফেব্রুয়ারী

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ৩০ বৎসর পূর্তি, ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, ৩০ শে এপ্রিল ২০০২ তারিখে মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকা ঢাকার মেয়র হওয়ার পরে তাকে দেয়া সংবর্ধনা, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, মুজিবনগর দিবস ও জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী। ২/৬/২০০২ তারিখে কাজী জাহাঙ্গীর আমীর আমাকে পত্র মারফত জানান যে আমার কাছ থেকে মোট ৫৩,৭০,০০০/- টাকা ঋন নেয়া হয়েছে এবং হাট বাজার খাতে জমাকৃত টাকা থেকে আমার ঋন পরিশোধ করবেন। উক্ত চিঠির কপি দাখিল করলাম। আমি মহাসচিব (অর্থ) কে বলি যে কোন খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে তাহা নোটশীট আকারে জানাও। তখন মহাসচিব (অর্থ) সহ সবাই আমাকে নোট শীটের কপি দেয়। উক্ত নোট শীটের ফটোকপি দাখিল করলাম। প্রতি অর্থ বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব অডিট হয়। ২০০১-২০০২ অর্থ বৎসরে আহসান রশিদ এন্ড কোম্পানী অডিট করে। উক্ত অডিট রিপোর্টে হিসাব রক্ষক, অর্থসচিব (অর্থ) ও আমার স্বাক্ষর আছে। উক্ত অডিট রিপোর্টের কপি দাখিল করলাম। উক্ত রিপোর্টে আমার কাছ থেকে নেয়া ঋনের কথা এবং টাকা খরচের কথা উল্লেখ আছে। ঋন পরিশোধের ৪০,০০০,০০/- টাকা ৮নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০০১-২০০২

অর্থ বৎসরের অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন নাই। এজাহারে উল্লেখিত ২০ লাখ টাকার ২টি চেক আমার একাউন্টে যায় নাই। এই ২টি চেক দেয়া হয়েছে ২টি কোম্পানীকে যারা কন্ট্রাক্টর হিসাবে কাজ করেছে। তারা হল সারোয়ার ও ইকবাল। ১০ লাখ টাকা পে অর্ডারের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নামে দিয়াছে। এই বিষয় হিসাব রক্ষক মোঃ আব্দুল হাই ও অফিস সুপার মোহাম্মদ আলি প্রত্যয়ন করেছেন তার কপি দাখিল করলাম। মোহাম্মদ আলী বর্তমানে মৃত। এজাহারকারী নুরুল ইসলাম প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা নয় এই মর্মে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ পেপার বিজ্ঞপ্তি দেন। এই বিজ্ঞপ্তির কপি দাখিল করলাম। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম ব্যাচের LLB (সম্মান) ও LLM এর একজন ছাত্র। আমি সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবি ও ঢাকা বারের আইনজীবি সদস্য। ১৯৭৯ সালের সংসদে আমি সর্বকনিষ্ঠ সংসদ সদস্য ছিলাম। ১৯৭১ সালে আমি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেছি। আমি বাংলাদেশের একজন প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। আমার চলমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আমি মাসে ৫০/৬০ লাখ টাকা বেতন দেই। ১৯৮০ সালে আমি রেদোয়ান আহাম্মদ কলেজ চান্দিনায় প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি মুক্তিযোদ্ধা সমিতি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি শহীদ

জিয়াউর রহমান কলেজ করেছি। ৭টি হাইস্কুল ২টি বালিকা স্কুল করেছি। আমি ৪ বার সংসদ সদস্য ২ বার প্রতিমন্ত্রী ছিলাম। চান্দিনার বিভিন্ন গ্রামে আমি ৩৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি এবং বর্তমান সরকার তাহা সরকারী করেছে। আমি ভৌতিক ৪০ লাখ টাকা আত্মাসাতের জন্য আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছে। আমি নির্দোষ।

While he was cross-examined by the prosecution, he stated that বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ফান্ডের টাকা কোন কোন খাতে খরচ হবে তার জন্য নির্ধারিত নীতিমালা আছে। সত্য নয় হাট বাজার থেকে প্রাপ্ত ৪% টাকা শুধুমাত্র দুস্থ ও অসহায় ও বেকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য। সত্য নয় দেশী বিদেশী কোন মেহমান বা গান বাজনা করার জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করার কোন বিধান নাই। ভাউচার নং-০১ তারিখ ২৩/১১/২০০১ তে গ্রহীতার স্বাক্ষর এর একটি কলাম আছে। এখানে গ্রহীতার স্বাক্ষরে কোন স্বাক্ষর নাই। ভাউচারে কিভাবে টাকা ব্যয় হবে তাহা উল্লেখ নাই। সত্য নয় মামলার দায় থেকে বাচার জন্য নিজে ভাউচারটি সৃজন করে দাখিল করেছি। মুক্তি/সাঃ/৫০৯ (১১)/২০০১ তারিখ ০৩/১২/২০০১ কাগজটি আমি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্যাডে সৃজন করে দাখিল করেছি। এই চিঠিটি

কাকে উদ্দেশ্য করে লিখা হয়েছে বা চিঠির প্রাপকের নাম উল্লেখ নাই। কাজী জাহাঙ্গীর আমির এর স্বাক্ষরের নীচে কোন তারিখ নাই। সত্য নয় চিঠিটি ২২ বছরের পুরানো দেখানোর জন্য হাত দিয়ে মোড়িয়ে তারপর কাগজটি সমান করেছি। চিঠিতে বর্নিত ১/১২/২০০১ তারিখের রেজুলেশনের কপি দাখিল করেছি। সত্য নয় রেজুলেশনটি স্মারক বিহীন ও তারিখ বিহীন আমার সৃজিত একটি কাগজ। সভার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে যাহা রেজুলেশন বইতে সংরক্ষিত থাকে। সত্য নয় ইহা রেজুলেশন বহির কোন পাতা নয়। সত্য নয় চিঠি এবং রেজুলেশন কপি নির্বাহী কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর নাই এবং চিঠি দেয়ার এখতিয়ার কাজী জাহাঙ্গীর আমিরের নাই। কাজী জাহাঙ্গীর আমির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিল। তারপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কাগজ জমা দেই নাই। সত্য নয় স্মারক নং-৮২১/২০০২ তারিখ-২০/১/২০০২, স্মারক নং-১০৪১/২০০২ তারিখ ২৩/২/২০০২, স্মারক নং-১৬১২/২০০২ তারিখ ২/৬/২০০২ কাগজগুলি আমি সৃষ্টি করেছি। সত্য নয় সবগুলি কাগজ সাম্প্রতিককালে একই হাতে একই কলম দিয়ে লিখা হয়েছে। সত্য নয় সবগুলি কাগজ হাতের মুঠোতে মুড়িয়ে তারপর কাগজ সমান করা হয়েছে যাতে পুরাতন মনে হয়। সত্য নয় সাধারণত নির্বাহী কমিটির

চিঠি দেয়ার দায়িত্ব মহাসচিব পালন করে থাকে। আমি নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের কোন চিঠি মহাসচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত দাখিল করি নাই। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজী জাহাঙ্গীর আমিরকে সকল অনুষ্ঠান আয়োজন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ছিল। চেকগুলো কোন প্রতিষ্ঠানের নামে ইস্যু হয় নাই। এজাহারে উল্লেখিত চেক ২টি কোম্পানীকে দেয়া হয়েছে। কোন কোম্পানীর নামে চেক ইস্যু হয় নাই। ৩টি চেকের মধ্যে একটি ১০,০০,০০০/- টাকার Cash. অন্যটি ২০,০০,০০০/- টাকার সরোয়ার ও অপরটি ২০,০০,০০০/- টাকার ইকবালের নামে। সত্য নয় ২০ লক্ষ টাকার চেকগুলি আমি আমার নামীয় অগ্রণী ব্যাংক রমনা শাখায় ৭৪৪১২ নং হিসাবে পে অর্ডার করে জমা দিতে ও ১০ লক্ষ টাকা ক্যাশ করে আপনাকে দেয়ার জন্য তৎকালিন মহাসচিব শাহ আলম চৌধুরীকে দিতে বলি। সত্য নয় শাহ আলম চৌধুরী সেই অনুযায়ী কাজ করেছে। সত্য নয় মহাসচিব (প্রশাসন) স্বাক্ষরিত স্মারক নং-৩২৯/২০০৩ তারিখ ৪/৬/২০০৩ মূলে অনুমোদনহীনভাবে গ্রহন করে ৫০ লক্ষ টাকা ফেরত প্রদানের জন্য আমাকে পত্র দিয়াছে। উক্ত চিঠি আমি প্রাপ্ত হই নাই। সত্য নয় আমি মহাসচিবকে চাপ প্রয়োগ করেছি টাকা দেয়ার জন্য। কোন প্রতিষ্ঠানের লেনদেন Account

Payee চেকের মাধ্যমে হয়ে থাকতে পারে বা যখন যেভাবে মনে করা হয় সেভাবে হয়। সত্য নয় সরকারী অনুদান প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানের লেনদেন নগদে হয় না। মেসার্স ইকবাল এসোসিয়েট এর দাখিলকৃত ২,১৫,০০০/-টাকার বিল আমি হাতে লিখে সৃষ্টি করে তার ফটোকপি দাখিল করেছি। চেক/ক্যাশ প্রদান করা হোক ইহা আমি পরবর্তীতে মামলা থেকে বাচার জন্য লিখেছি। সত্য নয় অসৎ উদ্দেশ্যে কাগজগুলো সৃষ্টি করেছি। সত্য নয় আমার সৃজনকৃত অডিট রিপোর্ট দাখিল করেছি এবং তখনি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রত্যয়ন পাই। সত্য নয় অডিট রিপোর্টটি সত্য হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করা হতো। সত্য নয় অডিট রিপোর্টের ৮নং পৃষ্ঠায় লিখিত ৪০,০০,০০০/- টাকা ও ৪নং পৃষ্ঠায় ১৩,৭০,০০০/- টাকা লিখাগুলো আমার কর্তৃক সৃজিত। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের Account থেকে ১১/৬/২০০২ তারিখে মোট ৫০ লক্ষ টাকা বেয়ারার চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়। ইহা Bank Statement এ উল্লেখ আছে। আমার Account এ ৪০ লক্ষ টাকার পে-অর্ডার মাধ্যমে জমা করা হয়েছে। সত্য নয় মহাসচিব (প্রশাসন) শাহ আলম চৌধুরী সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার মাধ্যমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ৫০ লক্ষ টাকা আত্মসাতের বিষয়ে জানালে তিনি এই বিষয়ে

নোট নেন এবং ঘটনার সত্যতা পেয়ে আমাকে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রি থেকে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। সত্য নয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ৫০ লক্ষ টাকা আমি আত্মসাত করেছি বলেই নির্বাহী কমিটির রেজুলেশনের কোন কাগজ দাখিল করতে পারি নাই। সত্য নয় আমি কোন অর্থ মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে ধার দেই নাই বলেই শাহ আলম চৌধুরী চিঠির মাধ্যমে টাকা ফেরত চেয়েছেন। সত্য নয় আমি ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে টাকা আত্মসাত করেছি। সত্য নয় D.W-1 হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে ঋন দেয়া এবং তাহা ফেরত নেয়া এবং তার সমর্থনে যে সব কাগজপত্র দাখিল করেছি তাহা অসত্য, ভিত্তিহীন।

D.W. 2, Kazi Jahangir Amir, Vice Chairman, Bangladesh Muktijoddha Sangsad Central Command Council, in his examination-in-chief stated that আমি মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলর অর্থ বৎসর জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান কবির খানের সভাপতিত্বে একটি তলবি সভা হয়। ঐ তলবি সভায় তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ

আব্দুল আহাদ চৌধুরীকে অপসারন করে রেদোয়ান আহম্মেদকে চেয়ারম্যান, ৭ জন ভাইস চেয়ারম্যান ও ৩ জনকে মহাসচিব সহ আরো পদ নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। আমি একজন ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হই। তখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি দেওয়াতে সমস্যা হওয়ায় এবং সংসদ চালাতে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখে কবির আহাম্মদ এর সভাপতিত্বে একটি সভা করি। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে রেদোয়ান আহাম্মদ এর কাছ থেকে ঋন হিসাবে টাকা নিয়ে সংসদের কার্যক্রম চালানো হবে। সেই সিদ্ধান্ত আমরা চিঠির মাধ্যমে রেদোয়ান আহাম্মদকে জানাইয়াছি। ইহা সেই ৩/১২/২০০১ তারিখের মুক্তি/সাঃ/৫০৯(১)/২০০১ এর চিঠি (প্রদঃ-ক) ও ইহা আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-ক/১)। পরে আমরা রেদোয়ান আহাম্মদের কাছ থেকে ১৫ লাখ ঋন নেই। উক্ত টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে তাহা রেদোয়ান আহাম্মদ সাহেবকে ২০/১/২০০২ তারিখ চিঠি দিয়ে অবহিত করি এবং একাউন্টসকে জানাই। ইহা সেই ২০/১/২০০২ তারিখের চিঠি (প্রদঃ-খ) ও ইহা আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-খ/১)। উক্ত চিঠিতে আরো দুটি অনুষ্ঠান করার জন্য ২০ লক্ষ করে টাকা লাগবে তাহা উল্লেখ করেছি। পরে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের জন্য

আরো ২০ লাখ টাকা ঋন হিসাবে গ্রহন করি। উক্ত টাকা কিভাবে খরচ হলো তার ব্যাখ্যা দিয়ে ২৩/২/২০০২ তারিখে রেদোয়ান আহাম্মদকে আরো একটি চিঠি দেই। ইহা সেই ২৩/২/০২ তারিখের চিঠি (প্রদঃ-গ) ও ইহা আমার স্বাক্ষর (গ/১)। উক্ত চিঠিতে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য আরো ১৫ লাখ ঋন চাই এবং ১৩ লাখ ঋন গ্রহন করি। ২০০১-২০০২ অর্থ বৎসরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ রেদোয়ান আহাম্মদ এর কাছ থেকে মোট ৫৩ লাখ ৬০/৭০ হাজার টাকা ঋন গ্রহন করি। হাট বাজারের টাকা পাওয়ার পরে রেদোয়ান আহাম্মদের টাকা ফেরত দেয়া হবে মর্মে ২/৬/২০০২ তারিখ রেদোয়ান আহাম্মদকে চিঠি দেই। ইহা সেই ২/৬/২০০২ তারিখের চিঠি (প্রদঃ-ঘ) ও ইহা আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-ঘ/১)। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ রেদোয়ান আহাম্মদকে কিছু টাকা ফেরত দিয়াছে তবে কত টাকা দিয়াছে জানি না।

While he was cross-examined by the prosecution, he stated that ০৩/১২/২০০১ তারিখের চিঠিটি কাকে উদ্দেশ্য করে লিখা হয়েছে তাহা উল্লেখ নাই। এখানে প্রাপকের নাম ঠিকানা উল্লেখ নাই। আমার স্বাক্ষরের নীচে কোন তারিখ নাই। সত্য নয় আমার চিঠিতে বর্ণিত নির্বাহী কমিটির কোন সভা হয় নাই। সত্য নয় চিঠি পরবর্তীতে সৃজন করে সাম্প্রতিককালে লিখে দাখিল করেছি। সত্য নয়

চিঠিটি ২২ বছরের পুরাতন নয়। স্মারক নম্বর ব্যবহার করলে একটি রেজিষ্টার থাকে। সেই রেজিষ্টারের কোন পাতা দাখিল করি নাই। আমাকে চিঠি দেয়ার ক্ষমতাপত্র দেয়া হয়েছে। সেই ক্ষমতাপত্র দাখিল করি নাই। সত্য নয় আমার স্বাক্ষরিত ৩/১২/২০০১, ২০/১/২০০২, ২৩/২/২০০২ তারিখের চিঠিতে বর্ণিতমতে রেদোয়ান আহাম্মদ মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে কোন ঋন প্রদান করেন নাই। ঋন নেয়ার কোন দাপ্তরিক কাগজ দাখিল করি নাই। সত্য নয় জনাব রেদোয়ান আহাম্মেদ মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে কোন ঋন প্রদান করেন নাই। সত্য নয় রেদোয়ান আহাম্মদ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের টাকা আত্মসাৎ করেছেন এবং মামলা হওয়ার পরে উক্ত মামলা থেকে বাচার জন্য আমাকে দিয়ে উক্ত কাগজগুলো সৃষ্টি করে দাখিল করেছে। সত্য নয় সরকারী অনুদান প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগতভাবে কারো কাছ থেকে ঋন নেয়ার কোন বিধান নাই। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে হাট বাজারের ইজারা বাবদ ৪% প্রাপ্ত টাকা শুধুমাত্র দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যানে ব্যয় হয় ইহা সত্য নয়। সত্য নয় শপথ গ্রহন করে দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্ত অর্থ রেদোয়ান আহাম্মদকে আত্মসাৎ করার দায় থেকে বাচানোর জন্য অসত্য সাক্ষী দিলাম।

After recording the evidences as stated above and on consideration of the materials on record, the learned Special Judge of Special Judge Court No. 2, Dhaka convicted the appellant under section 409 of the Penal Code and sentenced him there under to suffer rigorous imprisonment for 3 (three) years and also to pay a fine of Tk. 50,00,000.00 (fifty lac) and acquitted the accused Shah Alam Chowdhury of the charge under sections 409 and 109 read with section 5(2) of the Prevention of corruption Act.

Afterwards, the appellant filed an application to the Ministry of Home Affairs for suspending the operation of the execution of the sentence passed against him. The Ministry of Home Affairs, having considered the prayer and on the basis of the opinion of the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, under section 401 of the Criminal Procedure suspended the execution of the sentence of the appellant vide Notification No. 58.00.0000.085.04.003.24-333 dated 21.10.2024 and he was also permitted to file the appeal. Accordingly, the convict appellant filed the present appeal.

Mr. S M Shahjahan, the learned Senior Advocate appearing on behalf of convict appellant, by referring rule 4 of the Anti Corruption of Commission Rules, 2007 has submitted that with regard to any schedule offence, FIR can be lodged with Police Station, and after two days of lodging the FIR, police will send the case to the Anti Corruption Commission for investigation but this case was sent after five months of the FIR which is violation of the Rules. The learned Advocate further submits that in the charge sheet it was not mentioned as to whether any sanction was accorded or filed along with the charge sheet. This is also violation of section 32 of the Anti Corruption Commission Act, 2004. Referring to the FIR, Mr. S M Shahjahan, the learned Advocate also submits that the convict appellant, Mr. Redwan Ahmed, paid Taka 20,00,000.00 (twenty lac) to Mr. Kabir Ahmed and Mr. Shah Alam Chowdhury in presence of Mr. Sofiqul Islam Robi, the then Vice Chairman of the Muktijoddha Sangsad, Abdus Sattar, member of the Sangsad, and the informant. But they did not deposit the money for which the audit authority recommended to take legal action against those

Kabir Ahmed and Shah Alam Chowdhury but the Muktijoddha Sangsad authority did not take any legal action against them. Referring to the cross examination of P.W. 1, the learned Advocate contends that P.W. 1 has candidly replied that "২০০৭ সনে আর্মির কথামতো আমি এজাহারে স্বাক্ষর করি" which clearly shows that upon pressure of Army after one-eleven, the informant was forced to file the case against the appellant though the appellant did not commit any offence. By referring to the impunged judgment, the learned Advocate further contends that co-accused Md. Shah Alam Chowdhury while making confession statement implicated the appellant in the case which is exculpatory in nature and as such the same can not be termed as confessional statement on the basis of which the conviction and sentence passed by the Trial Court is not sustainable in law. Referring to section 409 of the Penal Code, the learned Advocate also contends that the appellant was not entrusted with any property or any money as a public servant and as such section 409 of the Penal Code does not attract the appellant in this case. The learned Advocate submits that the prosecution has miserably failed to prove that there was

an entrustment and misappropriation of entrusted money by the appellant, and as such the judgment and order of conviction of sentence passed by the Trial Court under section 409 of the Penal Code against the convict appellant can not be sustainable in law, and as such the same is liable to be set aside. Accordingly, the learned Advocate has submitted that this criminal appeal may kindly be allowed by setting aside the impugned judgment and order of conviction and sentence.

The learned Deputy Attorney General appeared in this matter but none was present on behalf of the Anti-Corruption Commission.

I have considered the submissions of the learned Advocate for the convict appellant and gone through the FIR, depositions, impugned judgment and order, other materials on record and the relevant law.

It appears from the records that the FIR was lodged upon an allegation brought under section 409 of the Penal Code against the convict appellant and two other accused namely- (1) Mr. Shah Alam Chowdhury and (2) Mr. Kabir Ahmed Khan, and charge sheet was submitted under

section 409 of the Penal Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against the appellant and another accused Mr. Shah Alam Chowdhury, but the accused Mr. Kabir Ahmed Khan was not sent up in the charge sheet and charge was framed against the appellant and accused Mr. Shah Alam Chowdhury under sections 409 and 109 of the Penal Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.

The learned Special Judge of the Special Judge Court No. 2, Dhaka by his judgment and order of conviction and sentence dated 14.08.2023 convicted the appellant under section 409 of the Penal Code and sentenced him to suffer rigorous imprisonment for 3 years with a fine of Tk. 50,00,000.00 (fifty lac). The impugned judgment was passed in absence of the appellant. It appears that after the judgment the appellant filed an application to the Ministry of Home Affairs and after taking opinion from the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, the Ministry of Home Affairs has suspended the operation of the execution of the sentence for 1 (one) year and the appellant was

permitted to prefer appeal before this Court. Accordingly, he filed this appeal.

So, the point involved in the appeal for adjudication as to whether section 409 of the Penal Code does attract in case of the appellant and whether the conviction and sentence against him by the impugned judgment is lawful or not.

It appears that the FIR was lodged on an allegation of criminal breach of trust. In section 405 of the Penal Code criminal breach of trust has been defined as follows:

> "Section 405.- Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonesty uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do, commits 'criminal breach of trust'."

Upon a plain reading of the above section, it appears that the essential ingredients for an offence of criminal breach of trust are:

(i) the accused must have been entrusted with property or with dominion over property;

(ii) (a) the accused must have misappropriated or converted to his own use, that property; or

(b) used or disposed of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged; or

(c) used or disposed of the property in violation of any legal contract (express or implied) which he has made touching the discharge of such trust ; or

(d) willfully suffered any other person so to do ;

(iii) such misappropriation or user or disposal must be dishonest or such

sufferance must be willful. [AIR 1953 SC 478; 1954 Cr LJ 102]

So, as per section 405 of the Penal Code entrustment is an essential ingredient of an offence of criminal breach of trust. A man can not be held guilty of the offence under section 409 of the Penal Code and can not be convicted under the same section unless he or she is entrusted with something.

Now let us examine whether the convict appellant was entrusted with any property in any manner and whether the convict appellant dishonestly misappropriates or converts to that property his own use in violation of any direction of law prescribing the mode in which such entrustment is to be discharged or of any legal contract. It is the settled principle of law that the prosecution has to prove the prosecution case by evidence. It appears that allegation of criminal breach of trust, cheating and misappropriation of Tk. 50,00,000.00 (fifty lac) has been made in the FIR against the convict appellant and two other accused namely- Saha Alam Chowdhury and Md. Kabir Ahmed Khan. Interestingly, it has been mentioned in the FIR that :

উল্লেখ্য যে, সংসদের চেয়ারম্যান পদ থেকে উক্ত রেদোয়ান সাহেব পদত্যাগ করার পরে উল্লিখিত টাকার মধ্যে উক্ত রেদোয়ান সাহেব যেই ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা তিনি নিজে নিয়েছিলেন তাহা সংসদের বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম রবি ও সংসদ সদস্য ছাত্তার সাহেব এবং আমার উপস্থিতিতে উক্ত কবির আহমেদ খানের ও উক্ত শাহ আলম এর কাছে জমা দেন। কিন্তু উক্ত বিশ লক্ষ টাকা ও বাকি আরো ত্রিশ লক্ষ টাকা যাহা কবির আহমেদ খান (৫৫) ও শাহ আলম (৫৫) ভাগ করে নিয়েছেন তাহা সহ সর্বমোট ৫০ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার কথা থাকলেও এই পর্যন্ত টাকা জমা দেয়নি। এ বিষয়ে অডিট কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছেন। কিন্তু সংসদ কর্তৃপক্ষ তাদের নিজেদের বেআইনী বজায় রাখার জন্য কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

It is clear from the contents of the FIR that the informant himself has stated and admitted in the alleged FIR that the appellant Mr. Redwan Ahmed has paid returned 20,00,000.00 (twenty lac) (which he burrowed) to the other two accused namely Kabir Ahmed Khan and Shah Alam Chowdhury in presence of present Vice Chairman Shofiqul Islam Robi, Sangsad member Sattar Saheb and the

informant. But these two accused persons did not deposit Tk. 50,00,000.00 (fifty lac) including aforesaid Tk. 20,00,000.00 (twenty lac) which was handed over by the appellant to the aforesaid accused persons and as such, the audit authority, while conducting the audit, recommended the Sangsad authority to take legal action against the aforesaid accused persons but the Sangsad authority did not take any action against them for the reasons best known to them. It would be more explicit if I requoted the relevant sentence of the FIR that উল্লেখ্য যে, সংসদের চেয়ারম্যান পদ থেকে উক্ত রেদোয়ান সাহেব পদত্যাগ করার পরে উল্লিখিত টাকার মধ্যে উক্ত রেদোয়ান সাহেব যেই ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ টাকা) তিনি নিজে নিয়েছিলেন তাহা সংসদের বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম রবি ও সংসদ সদস্য ছাত্তার সাহেব এবং আমার উপস্থিতিতে উক্ত কবির আহমেদ খানের ও উক্ত শাহ আলম এর কাছে জমা দেন। (underlined for emphasized).

From the above version of the informant, it appears that there is no allegation against the convict appellant. Moreover, nowhere in the FIR it has been established that the appellant was entrusted by any documentary evidence

with the property or dominion over the property as required under section 405 of the Penal Code. Furthermore, on examination of the depositions of the prosecution witnesses, it does not appear that there was any entrustment upon the convict appellant with the property or dominion over the property rather it can easily be said that the prosecution has failed to prove that the convict appellant was entrusted with the property or with the dominion over the property as provided in section 405 of the Penal Code. So, the elements of entrustment are absent in the instant case and as such, the allegations brought against the convict appellant do not fall within the mischief of section 405 of the Penal Code. Consequently, the conviction and sentence handed down upon the appellant under section 409 of the Penal Code can not be sustainable in law, and the same is liable to be set aside.

It appears that while D.W.1 was examined, he deposed that আমি একজন সফল ব্যবসায়ী, গার্মেন্টস মালিক ও পোষাক মালিকের সমিতির ৩ বার প্রেসিডেন্ট ছিলাম। সেই জন্য তারা আমার কাছে টাকা চায়। আমি বললাম যে তোমরা একটি সভা কর

এবং কিভাবে টাকা নিবে এবং কিভাবে টাকা ফেরত দিবে। ১/১২/২০০১ তারিখে কবির খানের সভাপতিত্বে একটি কাউন্সিল মিটিং হয়। উক্ত কাউন্সিলে প্রস্তাব পাশ হয় যা প্রয়োজনে সময়ে সময়ে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আমার কাছ থেকে ঋন গ্রহন করবে এবং হাট বাজার খাত থেকে প্রাপ্ত টাকা যখন আসবে তখন তারা আমার টাকা ফেরত দিবে। ঐ সভার সিদ্ধান্তের একটি কপি পত্র দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেন। কাজী জাহাঙ্গীর আমীর স্বাক্ষর করে উক্ত চিঠি প্রদান করেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের ফটোকপি এবং মূল চিঠি দাখিল করলাম। (প্রদর্শনী নং ক, খ এবং গ)।

And he further deposed that ২/৬/২০০২ তারিখে কাজী জাহাঙ্গীর আমীর আমাকে পত্র মারফত জানান যে আমার কাছ থেকে মোট ৫৩,৭০,০০০/- টাকা ঋন নেয়া হয়েছে এবং হাট বাজার খাতে জমাকৃত টাকা থেকে আমার ঋন পরিশোধ করবেন। উক্ত চিঠির কপি দাখিল করলাম। আমি মহাসচিব (অর্থ) কে বলি যে কোন খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে তাহা নোটশীট আকারে জানাও। তখন মহাসচিব (অর্থ) সহ সবাই আমাকে নোট শীটের কপি দেয়। উক্ত নোট শীটের ফটোকপি দাখিল করলাম। (প্রদর্শনী নং ঘ)।

D.W. 2 supported the statements of D.W. 1 and both the D.Ws. denied the suggestions given by the prosecution.

It also appears that P.W.1 in his cross examination admitted the above statements of P.W.1 and stated that ১/১২/২০০১ তারিখে সভায় সিদ্ধান্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের ব্যাংক হিসাব ও হাতে নগদ টাকা অপ্রতুল থাকায় ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের মাঝামাঝি সময়ে কাউন্সিলের অনুষ্ঠানাদিতে সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রেদোয়ান আহাম্মেদ এর নিকট থেকে কাউন্সিল ঋন গ্রহন করবে যাহা ৩০/৬/২০০২ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান রেদোয়ান আহাম্মদকে পরিশোধ করা হবে এরকম কথা আমি শুনেছি।

Thus, P.W.1 admitted that on 01.12.2021 a resolution was passed by the Muktijoddha Sangsad Command Council that they would borrow money from the appellant to bear the experditures of various events of the sangsad and the said loan amount would be paid by 30.06.2002.

It also appears that as per the admission of the informant, the convict appellant took Tk. 20,00,000.00 (twenty lac) form the Muktijoddha Sangsad and he returned the same through the other two accused. It is alleged that

the two other accused did not deposit the same in the account of the Sangsad. So, it may at best be said that said money was lying for some times in the hands of the appellant. In the case of A.K.M. Hafizuddin Vs. the State, 15 BLD (HCD) 234, *on similar circumstances, it has been held that mere retention of money for some time without actual use of it or mere delay in payment of the money due from the accused, if properly explained, will not constitute any offence under section 409 of the Penal Code*.

In the case of Shakir Hussain Vs. the State, 9 DLR (SC) 14, it has been held that *where the charge against an accused person is that of criminal breach of trust, the prosecution must prove not only entrustment of or dominion over property but also that the accused either dishonestly misappropriated, converted, used or disposed of that property himself or that he wilfully suffered some other person to do so.*

Thus above two decisions are relevant and applicable in the facts of the present case and it should be considered.

It is required to be mentioned that in the FIR the specific allegation was made against the accused Shah

Alam Chowdhury and Md. Kabir Ahmed Khan but the investigating officer while holding investigation and submitting charge sheet did not send up the accused Shah Alam Chowdhury and recommended to relieve from the charge. And the learned Judge of the Trial Court while passing the impugned judgment acquitted the other accused Md. Kabir Ahmed Khan. But it is not understandable as to under what basis and materials the appellant was convicted under section 409 of the Penal Code inspite of the fact that the elements of entrustment are absent rather the prosecution could not prove by any documentary evidence that the appellant was entrusted with property or dominion over property as required under section 405 of the Penal Code.

On perusal of the depositions of the bank officials i.e. P.Ws. 2 and 5, it appears that the aforesaid 3 (three) cheques were bearer cheques and did not contain the name of the convict appellant. The convict appellant as D.W. 1 categorically denied the allegations made against him. P.W. 1 i.e. the informant of this case in his cross examination categorically and explicitly admitted that ২০০৭ সনে আর্মির

কথামত আমি এজাহার স্বাক্ষর করি। In view of the above facts and circumstances and the decisions referred above, there is no gainsaying to hold that the prosecution has miserably failed to prove the case against the convict appellant. Moreover, I have already found that there is no entrustment upon the appellant with the property or dominion over the property as per section 405 of the Penal Code.

For the reasons and discussions made hereinabove, I have found substance in the submissions of the learned Advocate for the appellant as well as merit of the appeal and as such the impugned judgment and order of conviction of sentence against the appellant is liable to be set aside.

In the result, the appeal is allowed.

Thus, the judgment and order of conviction and sentence dated 14.08.2023 passed by the learned Special Judge, Special Judge Court No. 2, Dhaka in Special Case No. 14 of 2007 (Metro Special Case No. 133 of 2007), arising out of Ramna Police Station Case No. 40 dated 15.02.2007, convicting the appellant under section 409 of the Penal Code and sentencing him to suffer rigorous

imprisonment for 3 years with a fine of Tk. 50,00,000.00 (fifty lac) is hereby set aside.

The convict appellant is acquitted of the charge levelled against him.

The appellant is discharged from the bail bond furnished earlier.

Send down the records.

Communicate the judgment.

**(Md. Khasruzzaman, J:)**